কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি

যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য একটি ভালো প্রস্তুতি হতাহত ও স্বাস্থ্যহানি থেকে রক্ষা করতে পারে। একটি বিশৃঙ্খল অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণহানি, জখম, সম্পত্তি, আইনগত এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। দুর্ঘটনা, আগুন, বন্যা অথবা ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে কর্মীবাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

এই পুস্তিকা থেকে আপনি জানতে পারবেন :

- নিরাপত্তাই প্রথম
- জরুরি ব্যবস্থা
- স্থানান্তর/অপসারণ
- প্রাথমিক চিকিৎসা
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

এই পুস্তিকাটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি কিট-এর অন্তর্গত।

ভূমিকা

অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে : একজন শ্রমিক আহত হতে পারে, আগুন লাগতে পারে, ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা মোকবেলা করার জন্য কোনো কিছু ঘটার আগে থেকেই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য একটি ভালো প্রস্তুতি (লোকজন সরিয়ে নেয়ার জন্য একটি প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী) হতাহত ও স্বাস্থ্যহানি থেকে রক্ষা করতে পারে। একটি বিশৃঙ্খল অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণহানি, জখম, সম্পত্তি, আইনগত এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

দুর্ঘটনা, আগুন, বন্যা অথবা ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে কর্মীবাহিনীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এই পুস্তিকা আপনাকে প্রস্তুত হতে সহায়তা করবে।

১) নিরাপত্তাই প্রথম : এ থেকে কী বোঝা যায়?

এ পুস্তিকাতে আমরা দেখতে পাব যে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন অবকাঠামো (যেমন- জরুরি বহির্গমন পথ নির্ধারণ, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রদান, জরুরি বাতি স্থাপন) যথাযথ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। অতীতের এমন ঘটনা আছে যেখানে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত অবকাঠামো ছিল এবং অ্যালার্মও বেজেছিল, কিন্তু ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কিছু লোক উৎপাদনের সময়সীমা খুবই কম ছিল বলে শ্রমিকদের ভবন থেকে বের হতে দেয়নি। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই আপস হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

উৎপাদন সময়সীমার চাপ থাকা সত্ত্বেও, অ্যালার্ম এবং শ্রমিকদের বহির্গমন আটকানো যাবে না। একটি ছোট আগুনও দ্রুত ছড়িয়ে বড় আগুনে পরিণত হতে পারে। আসন্ন এবং বড় বিপদের ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ করা এবং বহির্গমনের অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে।

২) জরুরি ব্যবস্থা

জরুরি ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে :

- সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা পরিস্থিতির তালিকা (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প এবং বিস্ফোরণ, গ্যাস নির্গমন, কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা) এবং সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- জরুরি ফোন নম্বর সংগ্রহ (ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, DIFE, থানা, হাসপাতাল) করতে হবে।
- **একজন জরুরি সমন্বয়কারী নিয়োগ ও তার প্রতিস্থাপন;** তার কাজ জরুরি বর্হিগমনের সিদ্ধান্ত নেয়া (যখন কোনো স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম থাকে না), বাহির থেকে সহায়তা প্রার্থনা, বহির্গমন দলকে তত্ত্বাবধান করা, চিকিৎসা এবং ফায়ার সার্ভিসের সাথে সমন্বয় করা।
- বিপজ্জনক কাজ বন্ধ করার জন্য এসব কাজের একটি তালিকা রাখা।
- যেসব সুবিধা রয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং বিপজ্জনক পদার্থ, রাসায়নিক দ্রব্য, উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইন ইত্যাদি যেখানে অবস্থিত তার একটি তালিকা রাখা।
- ডে অফ বা শ্রমিকদের ছুটি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা জরুরি ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন (অর্থাৎ যখন সকল কর্মী উপস্থিত থাকেনা)।
- জরুরি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

এ ব্যবস্থা বলে দিবে কখন জরুরি অবস্থায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা দরকার (অর্থাৎ যেখানে বহির্গমন স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম দ্বারা চালু করা হয়নি)। অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে, তাৎক্ষণিক সম্পূর্ণ বিল্ডিং খালি করাই উত্তম, এমনকি যদি দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত আগুন সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এর কারণ হলো আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায় এবং প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন করে, সুতরাং যদি বহির্গমনের আদেশ দেয়া না হয় তাহলে নিহত এবং আহতের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়া ত্বরিত বহির্গমনের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে যদি জানালা ভেঙে আহত হবার ঝুঁকি থাকে তবে শ্রমিকরা ভবনের ভেতরে অবস্থান করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কোনো উপকরণ বা স্থাপনা থেকে যদি কোনো বিষাক্ত গ্যাস নির্গমিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ভবনের ভেতরে অবস্থান করাই নিরাপদ।

এরূপ অবস্থার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন/ শ্রমিক প্রতিনিধিদের তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের লোকজন শ্রমিকদেরকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলবে না (কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় উত্থাপন ও সমাধান/ আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ করার অধিকার সম্পর্কিত পুস্তিকা দেখুন)

৩) স্থানান্তর/অপসারণ

একটি সম্ভাব্য জরুরি স্থানান্তরের জন্য নিয়োগকর্তার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নির্ভর করে মূলত কখন কারখানাটি নির্মাণ করা হয়েছিল এবং কোন সেক্টরের জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল তার ওপর। ২০০৬ বা এর পূর্বে নির্মিত তৈরি-পোশাক-কারখানার জন্য 'গাইডলাইনস অব বিল্ডিং অ্যাসেসমেন্ট ফর এক্সিসটিং আরএমজি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং' এ উল্লেখিত বিধানাবলি প্রযোজ্য। ২০০৬ এর পরে তৈরি পোশাক কারখানার জন্য, বিল্ডিং কোড এবং গাইড লাইনে উল্লেখিত বিধানাবলি প্রযোজ্য। জরুরি প্রস্তুতির জন্য শ্রম আইন, শ্রমনীতি এবং অগ্নি নিরাপত্তা আইন এ উল্লেখিত বিধানাবলি অনুসরণ করা প্রয়োজন যা সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

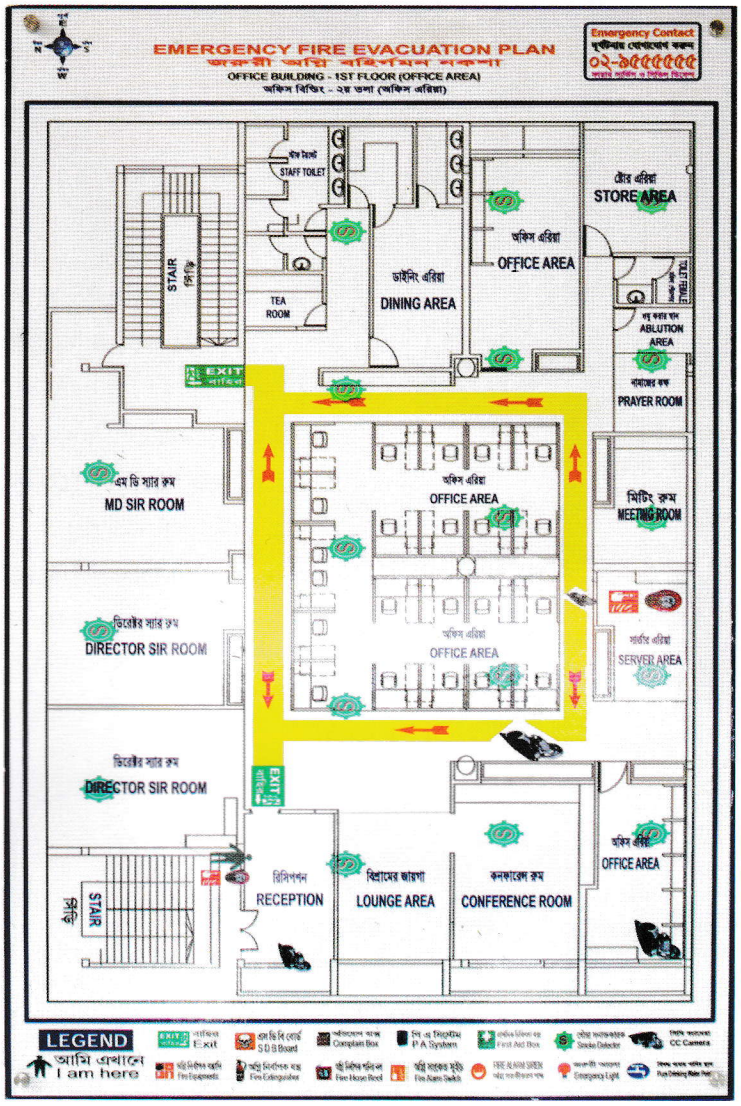

স্থানান্তর এবং উদ্ধারকারী দল

- সকল কর্মীদের (প্রতিবন্ধী শ্রমিকসহ) স্থানান্তরে সহায়তা করার জন্য একটি দল গঠন করতে হবে এবং তাদের ওপর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। দলের সদস্য সংখ্যা কারখানার মোট শ্রমিকের অন্তত ৬% হতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি থাকতে হবে (বিধি-৫৫(১০), শ্রম বিধিমালা); প্রতি ফ্লোর থেকে অন্তত একজন করে দলের সদস্য থাকতে হবে; শিফটিং বা পালাবদলমূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রতি শিফট থেকে প্রতিনিধি দলে থাকতে হবে। লাইন ও সেকশন সুপারভাইজার এবং নিরাপত্তা প্রহরীও দলে থাকতে হবে।
- উক্ত দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- মধ্যম শ্রেণির ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কখনও ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে শ্রমিকদেরকে কারখানা থেকে বের হয়ে যেতে বাধা দেয়া যাবে না।

প্রশিক্ষণ

- বিভিন্ন ধরনের জরুরি অবস্থা এবং এসব জরুরি অবস্থায় সঠিক পদক্ষেপ কী হবে সে সম্পর্কে মধ্যম শ্রেণির ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, গার্ড এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে (স্থানান্তরের প্রক্রিয়াসহ); এসব প্রশিক্ষণ পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রদান করতে হবে।
- গার্ডদের এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে জরুরি বহির্গমনের সময় শরীর চেক করার প্রয়োজন নেই।
- প্রত্যেক শিফটের জন্য নিয়মিত প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার জরুরি অবস্থায় কারখানা থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং অগ্নি মহড়ার আয়োজন করতে হবে (অ্যালার্ম পরীক্ষা, বৈদ্যুতিক সংযোগ বা পাওয়ার সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং সকল শ্রমিকদের কারখানা থেকে অপসারণসহ); ফায়ার সার্ভিস থেকেও সহায়তা প্রার্থনা করা যেতে পারে।
- শ্রম বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত ফর্ম (ফর্ম ২২ ক) অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নথিভুক্ত করতে হবে।

জরুরি বহির্গমন

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অন্তত ২টি জরুরি বহির্গমন পথ থাকতে হবে
- জরুরি বহির্গমন পথের অবস্থান পরস্পর থেকে দূরবর্তী হতে হবে কিন্তু তা পরস্পর থেকে ৫০মি.-এর অধিক নয়
- বহির্গমন পথের প্রস্থ কমপক্ষে ১.১৫ মি. প্রশস্ত হতে হবে
- জরুরি বহির্গমন পথের উপরে একটি চিহ্ন থাকতে হবে
- জরুরি বহির্গমন পথ তালা বন্ধ করা যাবে না; তারা জরুরি বহির্গমন পথ তালা বন্ধ করে রাখবে না এটা নিশ্চিত করতে এই বিষয় নিয়ে গার্ডের সাথে আলোচনা করতে হবে (এমনকি মধ্যাহ্ন বিরতির ১ মিনিট আগে); প্রয়োজনে এর পরিবর্তে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এমন দরজা কিনতে পারে যাতে ইমার্জেন্সি পুশ বার আছে, অতিরিক্ত রক্ষী ভাড়া করতে পারে বা সিসিটিভি বসাতে পারে।
- জরুরি বহির্গমন পথ খোলা অবশ্যই সহজ হতে হবে (কোনো চাবি বা যন্ত্র প্রয়োজন হবে না)।
- জরুরি দরজা শ্রমিকদের গতির বিপরীতে কাজ করবে না এবং বের হবার অন্য পথে বাধা সৃষ্টি করবে না।
- বহির্গমন পথ শ্রমিকদের সমবেত হবার একটি নিরাপদ কেন্দ্র নির্দেশ করবে (জটলা থেকে সচেতন হতে হবে)।
- আরো তথ্য জানতে : ধারা ৬২, বিএলএ; বিধি ৫৪, বিএলআর

জরুরি বহির্গমন পথ

- জরুরি অবস্থায় কোন পথে বের হতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে (অধিক বিপজ্জনক অবস্থা যেমন গুদাম ঘর, রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম ইত্যাদির কাছাকাছি না হওয়া)
- বের হবার পথ পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা থাকতে হবে (হলুদ রেখা, নির্দেশনামূলক সাইন, চিত্রলিপি ইত্যাদি)
- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত লোকের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে জরুরি বহির্গমন পথের প্রয়োজনীয় প্রশস্ততা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোনো শ্রমিকের অবস্থান নিকটবর্তী বহির্গমন পথ থেকে ৫০মি. এর অধিক হবে না।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে জরুরি বহির্গমন পথ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত নয়।
- বাহির হবার পথ বরাবর ব্যাটারি চালিত জরুরি বাতি স্থাপন করা।

আরো তথ্য জানতে : ধারা ৬২,৭২, বিএলএ; বিধি ৫৪, ৫৯, বিএলআর

বহির্গমন সিঁড়ি

- একটি ফ্লোরের জন্য কমপক্ষে ২টি সিঁড়ি থাকতে হবে।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সিঁড়িগুলো দ্রুত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রশস্ত (অন্তত ১.১৫মি.) এবং যথেষ্ট মজবুত (৬ষ্ঠ তলার অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবনের ক্ষেত্রে ২ মি.)।
- সিঁড়ি অগ্নি প্রতিরোধক উপকরণ দ্বারা তৈরি করা প্রয়োজন।
- এতে শক্তিশালী হাতল, সঠিক আলো এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

বহির্গমন পথের মানচিত্র

- কারখানার প্রত্যেক ফ্লোরের জন্য হালনাগাদ মানচিত্র প্রদর্শন করতে হবে।
- সহজেই দেখা যায় এমন অবস্থানে থাকতে হবে।
- বহির্গমন পথের মানচিত্রে অবশ্যই বর্তমান অবস্থান, বের হবার পথ, সমবেত হবার এলাকা এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রদর্শন করতে হবে।

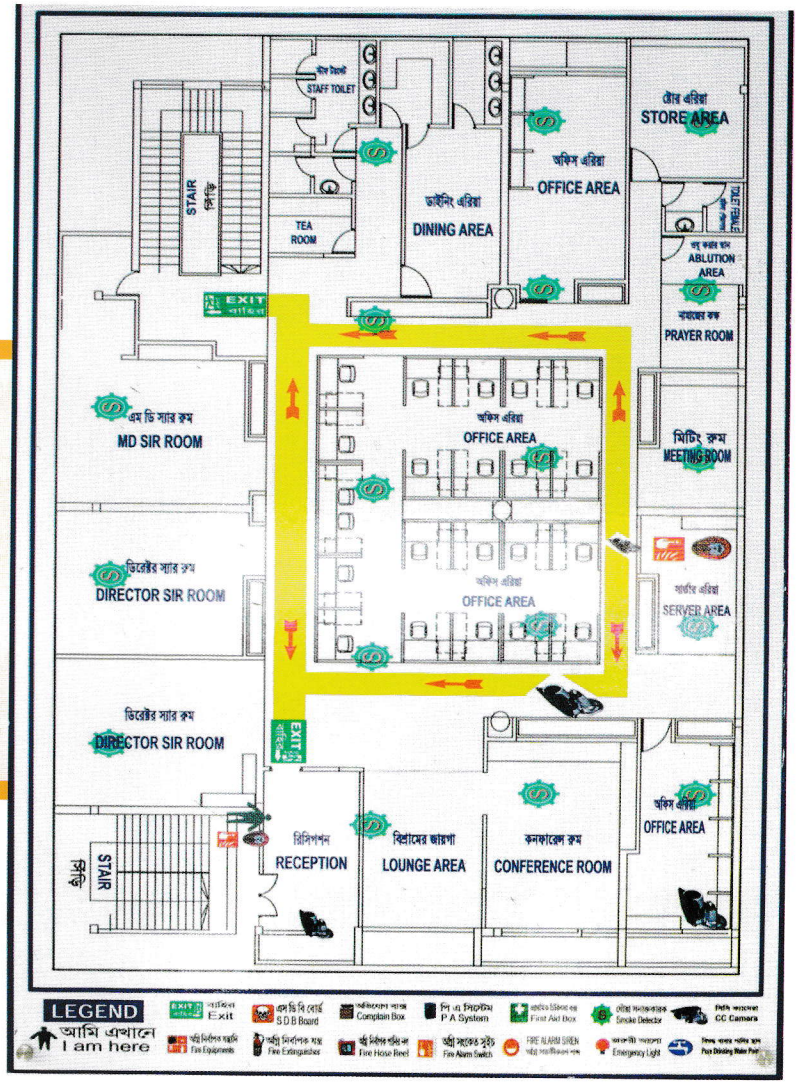

সমাবেশ স্থান

- একটি সমাবেশ স্থান ঠিক করতে হবে যেন সহজেই বোঝা যায় যে সকল কর্মী নিরাপদে কারখানা থেকে বের হয়েছে।
- সমাবেশ স্থান অবশ্যই কারখানা ভবনের বাইরে হতে হবে।
- সকল শ্রমিককে ধারণ করার মতো পর্যাপ্ত স্থান থাকতে হবে।
- নিরাপদ হতে হবে।
- জরুরি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না।
- স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা থাকতে হবে।

অ্যালার্ম

- অ্যালার্ম-এর ব্যবস্থা এমন হতে হবে যা সম্পূর্ণ আলাদা কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগের সাথে সংযুক্ত
- স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয় হাসপাতালের ফোন নম্বর থাকতে হবে
- একটি সাধারণ ঠিকানার ব্যবস্থা থাকবে

আরো তথ্য জানতে (বিশেষ করে আগুন এবং ধোঁয়া নির্ণায়ক যন্ত্র) : অগ্নি নিরাপত্তা পুস্তিকা

৪) প্রাথমিক চিকিৎসা

কাজ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি আহত হলে মানসম্মত এবং দ্রুত চিকিৎসা প্রদান আঘাতের তীব্রতা, ব্যথার মাত্রা এবং কর্মঘণ্টার মোট ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক চিকিৎসাকর্মী সংখ্যা, সম্পাদিত কাজের ধরন এবং কাজের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে এক কর্মক্ষেত্র থেকে অন্য কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন হতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা দল

- দলের সদস্য সংখ্যা কারখানার মোট শ্রমিকের অন্তত ৬% হতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি থাকতে হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার দলকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে (প্রশিক্ষণ নথিভুক্ত করতে ফরম ২২ ব্যবহার করুন)।
- প্রাথমিক চিকিৎসা দলকে ব্যাজ/ অ্যাপ্রন ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচিত করতে হবে।

আরো তথ্য জানতে : বিধি ৫৫(১০), বিএলআর

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স

- পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স সহজলভ্য করতে হবে (অন্তত প্রতিটি বিভাগের জন্য একটি বাক্স, প্রতিটি ফ্লোরের জন্য একটি বাক্স)।
- সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করার উপায় বাক্সে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।
- প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স ময়লা ও পানি থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অবশ্যই অন্য কোনো পাত্রে রাখতে হবে।
- বাক্স অবশ্যই তালাবদ্ধ থাকবে না, অথবা চাবি সবসময় সহজলভ্য হবে (উদা. প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ)।
- প্রতিটি বাক্সের প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য, বিধি ৭৬, বিএলআর দেখুন।
- প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রীর মেয়াদ শেষ হবার ২ মাস আগে পরিবর্তন করতে হবে।

আরো তথ্য জানতে : বিধি ৭৬, বিএলআর

রোগীর কক্ষ / প্রাথমিক চিকিৎসা

- রোগীদের জন্য কক্ষ স্থাপন করতে হবে (৩০০ চেয়ে বেশি শ্রমিক রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য রোগী কক্ষ থাকা বাধ্যতামূলক)।
- কর্মঘণ্টার মধ্যে অন্তত একজন চিকিৎসক, একজন সহকারী, একজন নার্স এবং একজন অফিস সহকারী উপস্থিত থাকা আবশ্যক; ৩০০০ এর চেয়ে বেশি শ্রমিক রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তত দুইজন চিকিৎসক উপস্থিত থাকা আবশ্যক।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কক্ষ এমন জায়গায় হতে হবে যেখানে শ্রমিকরা সহজে প্রবেশ করতে পারে এবং হট্টগোল নেই।
- শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে হবে (পণ্য দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না)।
- শ্রম বিধিমালার বিধি ৭৭ অনুযায়ী পর্যাপ্তরূপে সজ্জিত থাকতে হবে (রোগীর রেকর্ড বইসহ)।
- DIFE কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- অসুস্থ কর্মীকে জরুরি হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা সহজপ্রাপ্য করতে হবে অথবা হাসপাতালে দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- অসুস্থতার ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা প্রদান করার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার কক্ষ থাকায় কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অনুপস্থিতি কমে যায়।

আরো তথ্য জানতে : বিধি ৭৭ বিএলআর

স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ ক্লিনিক

- কোনো প্রতিষ্ঠানে ৫০০০ এর চেয়ে বেশি শ্রমিক থাকলে সে প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে (যদি কারখানা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয় সেক্ষেত্রেও)।
- একই ধরনের কারখানা যদি একই ভবন শেয়ার করে বা কাছাকাছি ভবনে থাকে সেক্ষেত্রে তারা একসাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে পারে।
- শ্রম বিধিমালার বিধি ৭৮ অনুযায়ী পর্যাপ্তরূপে সজ্জিত হতে হবে।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি DIFE কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- যদি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তবে আশেপাশে অবস্থিত হাসপাতালের সাথে কারখানা চুক্তি করতে পারে।

আরো তথ্য জানতে : বিধি ৭৮, বিএলআর

৫) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ

- দৈনিক ও সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে (চেকলিস্ট পূরণসহ) যেমন পথ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত নয় এবং বহির্গমন পথ আটকানো নয়।
- অ্যালার্ম-এর ব্যবস্থা, জরুরি বাতি, প্রাথমিক চিকিৎসার উপাদান ইত্যাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং জরুরি অনুশীলন এর উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ঝুঁকি নিরূপণ এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত পুস্তিকা দেখুন

উপকারিতা

- জরুরি অবস্থায় জীবন বাঁচায় এবং আঘাত প্রতিরোধ করে।
- কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সম্পর্কে শ্রমিকদের ভীতি হ্রাস এবং শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।
- দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আইনি এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।
- ক্রেতা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিকট একটি নিরাপদ কারখানা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে যা ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক।

আরো তথ্য জানতে

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬
- Guidelines of Building Assessment for Existing RMG Factory Buildings in Bangladesh
- শ্রম আইন এবং শ্রম বিধিমালা
- অগ্নি নিরাপত্তা আইন
- দুর্ঘটনা সম্পর্কিত পুস্তিকা
- অগ্নি নিরাপত্তা সম্পর্কিত পুস্তিকা
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বন্ধ করার অধিকার সম্পর্কিত পুস্তিকা/ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সমস্যা উত্থাপন এবং সমাধান সম্পর্কিত পুস্তিকা

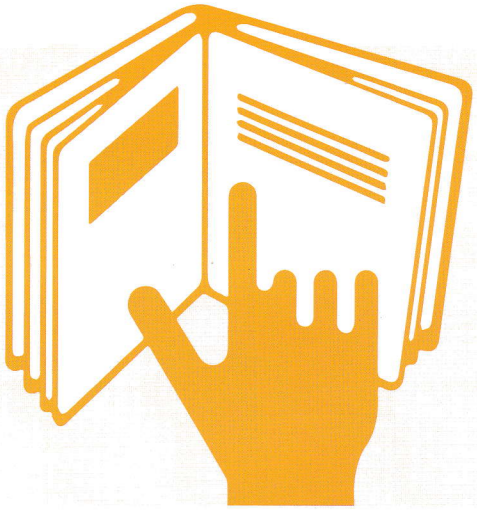

স্বীকারোক্তি

এই তথ্যকণিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে তাদের অধিকার ও আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করার জন্য। এটা কোনো অবস্থাতেই আইনের বিকল্প হিসেবে প্রয়োগযোগ্য নয় বরং আইনে উল্লেখিত বিধিবিধানই সকলের জন্য মানা বাধ্যতামূলক।

জরুরি বহির্গমন পথের চিহ্নসমূহ

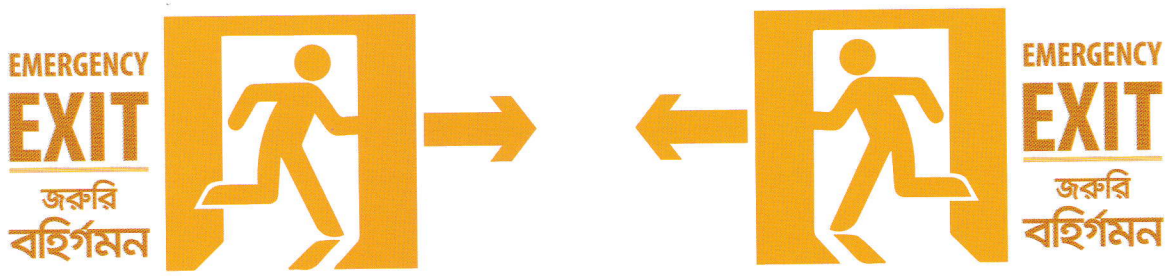

EMERGENCY EXIT DOWN

জরুরি নিচে নামার সিঁড়ি

EMERGENCY EXIT UP

জরুরি উপরে উঠার সিঁড়ি

নোট

নোট

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people

International Labour Organization